৭৮

ভোরের কাগজ

তারিখ FEB 15 1999
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ৪

চট্টগ্রামে একুশে মেলার উদ্বোধন

মাতৃভাষা ছাড়া জনশিক্ষা জনসংযোগ কোনোটাই সম্ভব নয়

— বিচারপতি হাবিবুর রহমান

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রামে অষ্টমবারের মতো একুশে মেলা শুরু হয়েছে। মুসলিম হল ও শহীদ মিনার চত্বর জুড়ে গতকাল মেলার সূচনা দিনেই সর্বস্তরের মানুষ আর নবীন-প্রবীণ লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ও প্রকাশকদের স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণময় উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ১৫ দিনব্যাপী মেলার উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র আলহাজ এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। পরে বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও সিটি মেয়র শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর মঞ্চে মেলা পরিষদের চেয়ারম্যান; বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. অনুপম সেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা শুরু হয়। সুললিত ভাষণে উপস্থিত শ্রোতাদের প্রায় ১৫ মিনিট মুগ্ধ করে রাখেন বিচারপতি হাবিবুর রহমান। চট্টগ্রামের এই একুশ মেলায় এবারই প্রথম এলেন তিনি। বক্তৃতার প্রথম বাক্যেই তিনি জমিয়ে দিলেন- 'ঢাকের বাড়ি শুনে যেমন নাচুনি বুড়ি নেচে ওঠে, তেমনি মেলার নাম শুনলে নৃত্য করে বাঙালির মন।'

বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেন, মাতৃভাষা ছাড়া জনশিক্ষা বা জনসংযোগ কোনোটাই সম্ভব নয়। আমাদের দেশে একাধিক ভাষা শেখার যে চেষ্টা চলছে তাকে আমি স্বাগতম জানাই। অনেক ভাষাবিদ বলেন, কেবল একটি ভাষায় পারদর্শিতা প্রায় নিরক্ষরতার সমান। এখানে বলা একান্ত প্রয়োজন যে, যদি দেশের কোনো কর্তৃপক্ষ সারা দেশের লোককে দ্বিভাষী করার উদ্ভট কোনো উদ্যোগ নেয়, তবে সে হবে এক নিরর্থক অনুশীলন। কেননা, আমরা এখন পর্যন্ত মাতৃভাষার সঙ্গে দেশের সকলের বর্ণ পরিচয় করিয়ে দিতে পারিনি।

মেলার উদ্বোধক সিটি মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিক রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। তাদের জন্যই এই আয়োজন। তিনি বলেন, স্বাধীন দেশে তালেবান তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। এই অপচেষ্টা রুখতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে ড. অনুপম সেন বলেন, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, ১৬ ডিসেম্বর- সব অবিনাশী সূত্রে গাঁথা। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন দৈনিক আজাদী সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ খালেদ, মেলা পরিষদের মহাসচিব নাসিরুদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

বইমেলা সমাচার

একুশ মেলার আরেক আকর্ষণ- বইমেলা। মুসলিম হল চত্বরে এর আয়োজন। মোট স্টল ৪০টি। গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত মেলায় এসেছে মাত্র ১৬টি স্টল। প্রথম দিনে বিকিকিনির চেয়ে দর্শনার্থীই ছিল বেশি।